বাংলাদিন

তারিখ ... 01 FEB 2008 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

চট্টগ্রাম সিটি কর্পরেশন পাবলিক লাইব্রেরি

যামিনী কান্ত, বিপিন চন্দ্র গুহ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও মৌলভী আবদুস সাত্তারসহ স্বনামধন্য ব্যক্তিদের আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের প্রথম লাইব্রেরি, যা এখন সিটি কর্পরেশন পাবলিক লাইব্রেরি নামে পরিচিত। এ লাইব্রেরি ধারণ করে আছে শতবর্ষের ঐতিহ্য।

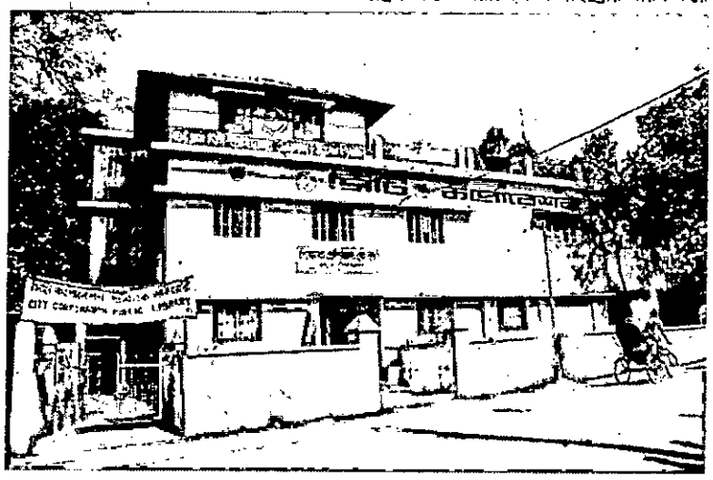

মিউনিসিপাল পাবলিক লাইব্রেরি নামে ১৯০৪ সালে সব নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিয়ে এ লাইব্রেরি আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। যদিও তার বহু আগে ১৮৬৩ সালের দিকে ইংরেজদের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি হিসেবে এর প্রতিষ্ঠা। তখন নাম ছিল ব্যাকল্যান্ডঘাট পাবলিক লাইব্রেরি অ্যান্ড রিডিং রুম, যা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না।

নগরীর লালদীঘির দক্ষিণ তীরে তিন তলা বিশিষ্ট জরাজীর্ণ ভবনটির দ্বিতীয় তলায় এ লাইব্রেরিটির সংগ্রহ অনেক সমৃদ্ধ। বাকল্যান্ডঘাট লাইব্রেরির বই তো ছিলই তার সঙ্গে ১৯১২ সালে যোগ হয় কলকাতার চট্টল প্রসূণ লাইব্রেরির যাবতীয় বই।

১৯১৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহও অন্তর্ভুক্ত হয় এখানে। ব্রাহ্মসমাজীদের নিজস্ব লাইব্রেরির বইও দান করা হয়। কবি জীবেন্দ্র কুমার দত্ত, রমণী রঞ্জন সেনসহ অনেকেই তাদের পারিবারিক গ্রন্থাগারের বই এ লাইব্রেরিকে দিয়ে দেন। এছাড়া ইংরেজ ও পাকিস্তান আমলে বাংলায় সরকার প্রকাশিত প্রতিটি বইয়ের এক বা একাধিক কপিও এখানে আসতো।

রাজনৈতিক কারণে এ লাইব্রেরি ছিল দর্শনীয় একটি প্রতিষ্ঠান। প্রাদেশিক কিংবা সাহিত্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য যেসব খ্যাতনামা ব্যক্তি চট্টগ্রামে আসতেন তাদের কাছে অপরিহার্যই ছিল এ লাইব্রেরি পরিদর্শন। ১৯০৫ সালের ১১ ডিসেম্বর পূর্ববঙ্গ ও অসম প্রদেশের লেফটেনান্ট গভর্নর মি র‍্যামফিল্ড ফুলার ঘোড়ায় চড়ে এ লাইব্রেরি পরিদর্শনে এসেছিলেন।

বর্তমানে এখানে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৩২ হাজার, যার মধ্যে রয়েছে দুর্লভ অনেক সংগ্রহ। বর্তমানে লাইব্রেরির সমস্যা অনেক। স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অনেক দুর্লভ বই।

খুলনা উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি

খুলনার সবচেয়ে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরির বয়স ১১১ বছর। ১৮৮২ সালে খুলনা জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর ক্রমবর্ধমান এ শহরে একটি লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। নড়াইলের জমিদার কিরণ চন্দ্র রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে তার বাবা উমেশচন্দ্র রায়ের নামানুসারে লাইব্রেরি স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৮৯৭ সালের ১ মে খুলনা পৌরসভার একটি ছোট কক্ষে এর যাত্রা শুরু হয়। এরপর নানা সঙ্কট ও চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ১৯৮৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশে জাহিদ ভবনে লাইব্রেরিকে স্থানান্তর করা হয়। ক্ষুদ্র একটি কক্ষে জন্ম নেয়া লাইব্রেরি পায় নিজস্ব সুপরিসর ভবন।

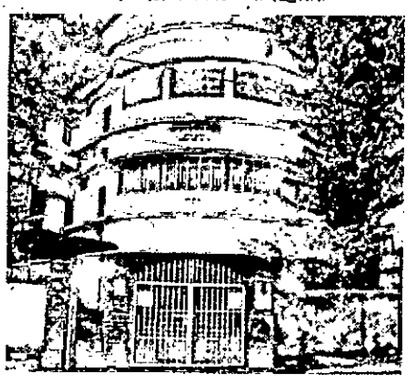

সুবিশাল এ তিন তলা ভবনের নিচ তলায় রয়েছে মিলনায়তন। দোতলায় রয়েছে রিডিং রুম ও বই লেনদেনের ব্যবস্থা। তৃতীয় তলায় রয়েছে পত্র-পত্রিকা পাঠ ও ড. মানাফ গবেষণা পাঠকক্ষ। ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান, সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গবেষণা বইয়ের বিশাল সংগ্রহ রয়েছে এখানে। লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৩২ হাজার। পত্রপত্রিকা রয়েছে প্রায় ১০ হাজার। প্রতিদিন জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা মিলিয়ে ২০টির বেশি সংবাদপত্র রাখা হয়।

শাওন হক খুলনা অফিস

চাদপুর পাবলিক লাইব্রেরি

ধন-ধান্য-জন-বাণিজ্যে সুখ্যাতি যার বহু দূর/জ্ঞানী গুণী-মহাজনের শতরূপা এই চাদপুর। গুণীজনের ভাষায়, এভাবে চাদপুরকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে পৌর পাঠাগার নামে পরিচিতি আছে চাদপুর পাবলিক লাইব্রেরির। শহরের বাস স্ট্যান্ড রোডে ১৯৬৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। চাদপুর শহরের একমাত্র এ পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রায় ১০ হাজার বই রয়েছে। এখানে প্রতিদিন ১০টি জাতীয় দৈনিক ও একটি সাপ্তাহিক রাখা হয়। লাইব্রেরিয়ান সারোয়ার হোসেন জানান, প্রতিদিন এখানে ৩৫-৪০ জন পাঠক আসেন। বিকাল থেকে রাত ৯টা পযন্ত লাইব্রেরি খোলা থাকে।

ফারুক আহম্মদ চাদপুর